পারিবারিক কল্যাণ থেকে আর্থিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ। নারীর ক্ষমতায়নে রীতিমতো দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে নাকাশিপাড়ার অখ্যাত এক গ্রাম তৈবিচারা। লিখছেন

অরিন্দম চক্রবর্তী

আপনার অভিমত

একশো দিনের কাজে নারীর ক্ষমতায়ন

একুশ শতাব্দের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে আমরা যখন আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে গবেষণারত, তখনও নারীর অধিকার, পুরুষের অধিকার এ ভাবে ভাবনার অবকাশ থাকার কথা নয়। কিন্তু আমাদের পারিপার্শ্বিকতা, সমকালীন সমাজ, তথাকথিত আধুনিক মনন জানান দেয় যে, এই সময়ে দাঁড়িয়েও নারী-পুরুষের ব্যবধান ভীষণ বাস্তব এক ঘটনা। প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন।

ক্ষমতায়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা। তবে একদম সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ক্ষমতায়ন মানে আত্মমর্যাদা, স্বনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস। গীতা সেন ও শ্রীলতা বাতলিওয়ালার মতে, নারীর ক্ষমতায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যার মধ্যে দিয়ে একজন মহিলা তাঁর অন্তর্জগতের চেতনার শিখাকে যেমন আলোকদীপ্ত করেন, পাশাপাশি বহির্জগতের বিবিধ বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্জনের দ্বারা আত্মপ্রত্যয়ী নারীতে পরিণত হন। ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত, অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারীর অবস্থানকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের মধ্য দিয়েই ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন ঘটে। যেমন সামাজিক ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রভৃতি। এই স্তরগুলিকে ক্ষমতায়নের উপাদান হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। ক্ষমতায়নের এই উপাদানগুলি আপাত স্বতন্ত্র হলেও এরা পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে আছে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতা বা আর্থিক স্বনির্ভরতা নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী ব্যক্তিজীবনে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও আত্মমর্যাদায় বলীয়ান। ফলে, পারিবারিক, গোষ্ঠী ও সমাজজীবনেও তার প্রভাব পড়ে। যেমন যে নারীর আয়ের উপর অধিকার রয়েছে, তিনি সহজে পারিবারিক খরচে একটা তুলনামূলক অবদান রাখতে সক্ষম হন। আর এর মধ্যে দিয়েই এক দিকে যেমন তাঁর পারিবারিক সম্পদে অধিকার জন্মায়, তেমনই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও অর্জন করতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের মহাত্মা গাঁধী জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, যাকে আমরা এমজিনারেগা বা একশো দিনের কাজ হিসেবে জানি, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে তার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সে অর্থে এমজিনারেগা 'নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প নয়। কিন্তু এর বিশেষ কিছু প্রস্তাবনা রয়েছে, যা মহিলাদের এই প্রকল্পে কাজ পেতে বিশেষ সহায়তা করে। প্রাথমিক ভাবে এ কাজ 'সরকারি' হওয়ায় সবার কাছে, বিশেষত, মহিলাদের কাছে একটা

গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। তা ছাড়া, আইনে বলা আছে যে, একশো দিনের প্রকল্পে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ কাজ মহিলাদের জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। নারী বা পুরুষ যেই কাজ করুন না কেন, সবাইকে সমকাজে সমান মজুরি প্রদান বাধ্যতামূলক। এরকমই আরও কিছু প্রস্তাবনা থাকার জন্য এমজিনারেগার কাজ গ্রামের মহিলাদের বিশেষ পছন্দের।

প্রথম পর্যায়ে ২০০৬ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে একশো দিনের কাজ শুরু হলেও জেলা হিসেবে নদিয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ২০০৭-০৮ আর্থিক বছরে শুরু হয়। বিগত এক দশকের অধিক সময়ে নদিয়া জেলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই প্রকল্প যথেষ্ট প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ থেকে কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা থেকে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন, স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি থেকে নারীর ক্ষমতায়ন— এর প্রভাব বহুধা বিভক্ত। সম্প্রতি নদিয়া জেলার কয়েকটি ব্লকের ৫০০ জন মহিলার উপর করা একটি গবেষণায় নারীর ক্ষমতায়নে একশো দিনের কাজের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় তৈবিচারার নাম।

নাকাশিপাড়া ব্লকের পাটিকাবাড়ি পঞ্চায়েতের গ্রাম তৈবিচারা। গত অলিম্পিকে এই গ্রামের মেয়ে দেবশ্রী মজুমদার অ্যাথেলেটিক্সে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছে। গ্রামের ৯৯ শতাংশ পরিবার তপসিলি জাতিভুক্ত। পেশায় এরা মূলত কৃষি শ্রমিক। একটি নমুনা সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এরা আর্থিক ভাবে ভীষণ দরিদ্র। নমুনার ৮৬ শতাংশ পরিবারই দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী। এদের মধ্যে ২২ শতাংশ পরিবার ইন্দিরা আবাস যোজনায় সরকারি গৃহ পেয়েছে। যে মহিলাদের নিয়ে নমুনা সমীক্ষা করা হয়, তাঁদের মধ্যে ৮৫ শতাংশই গৃহস্থলির কাজে নিয়োজিত। সামান্য সংখ্যক মহিলা বিড়ি বাঁধার কাজ করেন। কিন্তু বিগত তিন বছরের একটি পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গিয়েছে যে, গত তিন বছরে এই মহিলারাই এমজিনারেগা প্রকল্পে গড়ে ৬০ থেকে ৯৫ দিন কাজ করেছেন, যা অনেকাংশে পাল্টে দিয়েছে এঁদের জীবনের ধারা।

আর্থিক সম্পদের উপর মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ পরিবারের নিত্যনৈমিত্তিক চাহিদাই কেবল পূরণ করেনি, সংসারে এনেছে সমৃদ্ধির ছোঁয়া। কেউ একশো দিনের কাজের টাকা দিয়ে শোকেস কিনেছেন, কেউ বা সেলাই মেশিন কিনেছেন, আবার কেউ বাড়িতে জলের কল বসিয়েছেন। বিপিএল পরিবারের রমলা বিশ্বাস একটি এলআইসি করেছেন, যাঁর প্রিমিয়াম দেন এই একশো দিনের কাজের টাকা থেকে। বাষট্টি বছরের যশোদা সরকার বয়স্ক ভাতার পাশাপাশি গত তিন বছরে এই প্রকল্পে গড়ে ৯৫ দিন করে কাজ পেয়েছেন। একশো দিনের কাজের টাকা জমিয়ে তিনি সোনার কানের দুল করেছেন। পয়ষট্টি বছরের বিধবা নয়নতারা বিশ্বাস যেমন একশো দিনের কাজের টাকা খরচ করেছেন নিজের চিকিৎসার পিছনে। এই বয়সে এসে এ কাজ তাঁর কাছে যেন এক নতুন 'লাইফলাইন' এর সন্ধান পাওয়া। একশো দিনের কাজের মাধ্যমে সংসারে মায়েদের হাতে টাকা আসায় পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁরা এখন অনেক সক্রিয় ও সচ্ছন্দ। পারিবারিক স্তরে তাঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছা এখন অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। কমেছে পারিবারিক হিংসাও। অনেকাংশেই সন্তানদের পড়াশোনার ভার এঁরা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন। প্রায় ৬৬ শতাংশ মহিলারা বলেছেন, তাঁরা একশো দিনের কাজের টাকা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য খরচ করেন। ফলে, কমছে বাচ্চাদের স্কুলছুটের হার।

শুধু সংসার জীবনে নয় সামাজিক প্রেক্ষাপটেও এই প্রত্যন্ত নারীরা নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। একশো দিনের কাজের আইনে বলা আছে, এ কাজ সম্পর্কিত সকল প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে গ্রামসভার। একশো দিনের কাজের প্রকল্প আসার আগে গ্রামসভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। কিন্তু এমজিনারেগা পরবর্তী সময়ে গ্রামসভায় মহিলাদের উপস্থিতিই শুধু বাড়েনি, কাজের খুঁটিনাটি বা নিজেদের বিভিন্ন দাবির বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট সরব থাকছেন। প্রয়োজনে পদাধিকারিদের প্রশ্ন করাটা এঁরা এখন অভ্যাসে পরিণত করেছেন।

স্থানীয় পঞ্চায়েত মেম্বার, এক সময়ের সেনাবাহিনীতে কাজ করা শ্রী নিরঞ্জন বিশ্বাস বলছিলেন, এমজিনারেগা এঁদের দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এই কাজ চালু হবার আগে এরা ঘর থেকে তেমন বের হতেন না। কিন্তু এখন মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ততা এমন জায়গায় গিয়েছে যে, ওঁদের যদি বলা হয় পাঁচ কিলোমিটার দূরে গ্রামসভার মিটিং হবে তবুও ওঁরা সদলবলে পৌঁছে যাবেন। একশো দিনের কাজ এঁদের শরীরের ভাষাকেই পাল্টে দিয়েছে। ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে বিচার করা হয়। একশো দিনের কাজের নিরিখে বিচার করলে দেখা যায়, পারিবারিক কল্যাণ থেকে আর্থিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, নিজেদের চলাফেরায় স্বাধীনতা থেকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে মর্যাদাকর অবস্থান, সব আঙ্গিকেই তৈবিচারার মহিলারা দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন।

লেখক অর্থনীতির শিক্ষক

■ ইমেল মারফত আপনার অভিমত বিভাগে প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা: **edit.nadia@abp.in**

অনুগ্রহ করে সঙ্গে ফোন নম্বর জানাবেন।

ABP - 13/09/18

Scanned by CamScanner